দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 23.8.84 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... ...

024

স্কুল পাঠ্যবই নিয়ে তেলেসমাতি কারবার

।। শওকত আনোয়ার ।।

১৯৮৪ শিক্ষা বর্ষের আট মাস শেষ হতে চললেও সিলেবাস অনুযায়ী এখনও নবম ও দশম শ্রেণীর উচ্চতর বাংলা পাঠ্যবই প্রণয়নই হয়নি। চলতি শিক্ষা-বর্ষে এসব পাঠ্যবই প্রকাশের সম্ভাবনা নেই।

নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য এ বছর প্রকাশিত উচ্চতর গণিতের পাঠ্য বইটিও এখন পর্যন্ত শত-করা ৮০ ভাগ ছাত্রছাত্রীর হাতে পৌঁছেনি।

একই শ্রেণীর জন্যে এ বছর প্রণীত ও মুদ্রিত গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের পাঠ্য বইয়ের সঙ্গে সিলেবাসের কোন সামঞ্জস্য না থাকায় বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের সকল বইয়ের কপি ফেরত নিতে হচ্ছে। প্রায় দশ হাজার বই ছাপানো বাবদ বোর্ডকে দুই লাখ টাকা গচ্চা দিতে হবে। এ খবর নির্ভরযোগ্য মহলের।

জানা গেছে, চলতি শিক্ষা-বর্ষের শুরু থেকেই বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের বিভিন্ন কাজে সমন্বয়ের অভাব ও অব্যবস্থাপনার জন্যে পাঠ্যবই প্রণয়ন, প্রকাশ ও বিতরণে উপরোক্ত

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

স্কুল পাঠ্যবই

(১-এর পৃঃ পর)

অবিশ্বাস্য অনিয়ম দেখা দিয়েছে।

এদিকে সময়োপযোগী পদক্ষেপ না নেয়ার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের হাতে আগামী জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী (১৯৮৫) নাগাদ নতুন পাঠ্যবই পৌঁছবে কিনা সে সম্পর্কেও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী বছর প্রথম শ্রেণী হতে চতুর্থ শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীকে বিনা মূল্যে ও পঞ্চম শ্রেণীর বিদ্যার্থীদের অর্ধেক দামে পাঠ্যবই সরবরাহ করার কথা। আগামী বছর প্রথম শ্রেণীর জন্যে প্রায় ৪০ লাখ সেট, দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্যে প্রায় ২৭ লাখ সেট, তৃতীয় শ্রেণীর জন্যে প্রায় ১৩ লাখ সেট, চতুর্থ শ্রেণীর জন্যে প্রায় ১০ লাখ সেট ও পঞ্চম শ্রেণীর জন্য প্রায় ৭ লাখ সেট পাঠ্যবই প্রকাশ ও বিতরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

এর মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্যবই ছাপানোর কাগজ জাতিসংঘ শিশু তহবিলের আর্থিক সহায়তায় কর্ণফুলী পেপার মিলস এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যবই ছাপানোর কাগজ বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের অর্থ ব্যয়ে খুলনার বুক প্রিন্ট মিল (নিউজপ্রিন্ট) সরবরাহ করছে।

জানা গেছে, এ বছর মোট ৩ হাজার মেট্রিক টন ৭০ গ্রাম অফসেট কাগজ ২০ লাখ ৪৬ হাজার মার্কিন ডলারের বিনিময়ে ইউনিসেফকে সরবরাহের দায়িত্ব বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা গ্রহণ করেছে। আন্তর্জাতিক দরপত্র মোকাবিলা করেই বিসিআইসি গত ১৫ই জানুয়ারী উন্নতমানের অফসেট কাগজ সরবরাহের এই অর্ডার পেয়েছে। কর্ণফুলী পেপার মিলে এই কাগজ উৎপাদিত হয়। শর্ত অনুযায়ী চলতি বছরের মার্চ হতে অক্টোবরের মধ্যে ৩ হাজার মেট্রিক টন অফসেট (৭০ গ্রাম) কাগজ ইউনিসেফকে সরবরাহ করার কথা। ইউনিসেফ তা আবার বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডকে দেবে।

এই অফসেট কাগজ উৎপাদনের জন্যে কানাডা হতে বিকে পাল্প আমদানী করতে হয়। কিন্তু এ বছর গোড়ার দিকে কানাডায় সকল শিল্প কারখানায় দীর্ঘস্থায়ী শ্রমিক ধর্মঘটের ফলে সময় মত বিকে পাল্প আমদানী করা সম্ভব হয়নি। ফলে কর্ণফুলী পেপার মিল গত জুলাই পর্যন্ত মাত্র ৮৫০ মেট্রিক টন কাগজ সরবরাহ করে: পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী অক্টোবরের মধ্যে পুরো তিন হাজার মেট্রিক টন কাগজ উৎপাদন ও তা সরবরাহের জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা ৩

স্কুল পাঠ্যবই

(৮-এর পৃঃ পর)

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, কর্ণফুলী পেপার মিলে এখন আরও ৫শ মেট্রিক টন অফসেট কাগজ সরবরাহের জন্য প্রস্তুত আছে। আগামী সেপ্টেম্বরে এক হাজার মেট্রিক টন ও অক্টোবরে আরও এক হাজার মেট্রিক টন কাগজ উৎপাদন করে সরবরাহের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে গত ১৯৮৩ সালের দেয় ৩শ মেট্রিক টন কাগজও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ৭০ গ্রাম অফসেট কাগজ উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় দুই হাজার মেট্রিক টন বিকে পাল্প (মন্ড) ইতিমধ্যে আমদানী করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই ছাপানোর জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র অনুযায়ী অফসেট কাগজ বিসিআইসি ঠিকভাবে ইউনিসেফকে সরবরাহ করছে কিনা তা পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটি রয়েছে। কিন্তু গত জানুয়ারী হতে এ পর্যন্ত এই কমিটি একবারও বৈঠকে বসেনি। ঢাকাস্থ ইউনিসেফ-এর কারিগরি উপদেষ্টাকে আহ্বায়ক করে সরকার গঠিত এই পর্যালোচনা কমিটিতে বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড, বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা ও প্রাথমিক শিক্ষা পরিদফতরের প্রতিনিধিগণ সদস্য রয়েছেন।